মেহেরপুরে শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী মিয়ারুল হেরোইনসহ গ্রেফতার

১২ টি মাদক মামলার আসামি মিয়ারুল কে এবার ৪ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর পুলিশ ফাঁড়ি।

সদর পুলিশ ফাঁড়ির আইসি ইন্সপেক্টর মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে এএসআই নাজমুল ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১০ টার দিকে ম্যাটার্নিটি হাসপাতালের গলি থেকে পুলিশ তাকে আটক করেন।

মাদক ব্যবসায়ী মিয়ারুল ইসলাম মেহেরপুর শহরের পৌর ভূমি অফিস পাড়ার মৃত শমসের আলীর পুত্র।

সে মেহেরপুর পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানা, ডিবি পুলিশের হাতে একাধিকবার হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজাসহ অন্যান্য মাদদ্রবসহ গ্রেফতার হয়ে জেল খেটেছেন।এর আগে তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে বারটি মামলা আদালতে চলমান রয়েছে। তার মামলার ঝুলিতে আরও একটি মাদকের মামলা যোগ হয়ে ১৩ টি মামলা হলো।

এএসআই নাজমুল বলেন, ‘আটককৃতকে আদালতে সোপর্দ করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে শশুর বাড়ি থেকে বউ আসছে না তাই; আত্ম*হত্যার

চেষ্টা স্বামীর

শশুর বাড়িতে বউ আনতে গিয়ে অপমানিত। অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন স্বামী রাইহান আলী (১৮)। রাইহান আলী গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের বাগানপাড়া এলাকার মহিবুল ইসলামের ছেলে।

আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে তেরাইল গ্রামের কোদালকাটি মাঠ নামক স্থান থেকে বিষপান করা মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে।

তবে, তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মারুফ ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিবেশীরা জানান, তার স্ত্রীর সাথে বেশ কিছুদিন যাবৎ কলহ চলছিল। কয়েকদিন আগে তার স্ত্রী রুমিয়া খাতুন পিতার বাড়িতে চলে যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার বউ আনতে শশুর বাড়ি বাদিয়াপাড়া গ্রামে যান রাইহান। শশুরবাড়ি গেলে তার বউ ভাত খাবেনা বলে জানিয়ে দেন। এছাড়া শশুর বাড়ির লোকজন অপমান করে তাড়িয়ে দেন।

এঘটনায় ক্ষোভে হতাশা আর অভিমানে গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে ওই মাঠে গিয়ে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় মাঠে পড়ে থাকতে দেখে মাঠের লোকজন উদ্ধার করে বাড়িতে নেন। পরে বাড়ির লোকজন তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

বর্তমানে সে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তবে তার অবস্থা আশংকামুক্ত নয়।

মুজিবনগরে ইউনিয়ন জামায়াতের

আমির ও সেক্রেটারীসহ ৬ জন গ্রেফতার

নাশকতার অভিযোগে পুলিশের দায়ের করা মামলার এজাহারভূক্ত আসামি ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের একাধিক টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে আজ শুক্রবার (১২ মে) ভোররাত পর্যন্ত এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে থানার এসআই উত্তম কুমার, এসআই মোঃ আশিক, এস আই সজীব, এএসআই শিহাবসহ সঙ্গীয় ফোর্স গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল আজ শুক্রবার বিকালে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মৃত আব্দুল হান্নানের ছেলে মহাজনপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামের আমির মোঃ আব্দুল হামিদ (৬৫), মহাজনপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মহাজনপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামের সেক্রেটারি মোহাম্মদ মফিদুল ইসলাম (৫৫)।

এছাড়া আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৪৬/২৩ নং মামলার আসামি বল্লভপুর গ্রামের ফিতাজ উদ্দীনের ছেলে সোহরাব উদ্দীন, শরীফ উদ্দীন, আব্দুল মতিন ও সিআর ২৩১/২৩ নং মামলার আসামি বাগোয়ান গ্রামের জসিম উদ্দীনের ছেলে মো: দীপন শেখ।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৬

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন। গ্রেফতারকৃত আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৫ আসামি গ্রেফতার করেছেন।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আজ শুক্রবার ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।
শুক্রবার সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর আব্দুল আলীম হত্যা মামলায় পিতা-পুত্র গ্রেফতার

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে গাংনীর পল্লী মহম্মদপুর গ্রামের ভ্যান চালক আব্দুল আলীম হত্যা মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি সেন্টু ও ৬ নং আসামি তার পিতা সাইদুল ইসলাম ওরফে সাদুকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
আজ শুক্রবার (১২ মে) দুপুরের দিকে তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার(১১ মে) বিকালের দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার

কাতলামারী গ্রামে তার আত্মীয় বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত সেন্টু মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি এবং তার পিতা সাইদুল ইসলাম ওরফে সাদু এই মামলার ৬ নং আসামি।
গত মাসের শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) সকালে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মহাম্মদপুর গাইন পাড়া এলাকায় বিরোধপূর্ণ জমিতে আব্দুল আলীমকে হত্যা করে।

গত মাসের (২৮ এপ্রিল) সকালে চাচা খলিলুর রহমানকে দিয়ে আব্দুল আলীমকে মাঠে ডেকে নিয়ে যায়। যেখানে আব্দুল কাদেরের ছেলে বান্টু, আব্দুল হান্নান, সুদু ও তার ছেলে সেন্টু, আব্দুল হান্নানের ছেলে রাশেদ, ইঞ্জিনিয়ার রাসেল আহম্মেদ দেশিয় অস্ত্র হাসুয়া, রামদা, ফলা, ঢাল নিয়ে সেই জমিতে আগে থেকে ওঁত পেতে থাকে। আব্দুল আলীম ওই মাঠে পৌঁছানো মাত্রই তারা সবাই মিলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করে চলে যায়।
এই ঘটনায় নিহতের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা হওয়ার কয়েক দিন পর আব্দুল হান্নানকে গ্রেফতার করেন গাংনী থানা পুলিশ। এনিয়ে ৩ আসামি গ্রেফতার হলো।

গাংনীতে গাঁজাসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

১১০ গ্রাম গাঁজাসহ পারেছা খাতুন (৩৮) নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
আটক পারেছা খাতুন গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মন্টু বিশ্বাসের স্ত্রী।
গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে তার বাড়িতে অভিযান ১১০ গ্রাম গাঁজাসহ পারেছা খাতুনকে আটক করে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আটক পারেছা খাতুনের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে শুক্রবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত

“আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ” প্রতিপাদ্যে বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা ও মোমবাতি জ্বালিয়ে শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয়েছে।
দিবসটি উপলক্ষে শুক্রবার (১২ মে) সকাল সাড়ে আটটায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ জামির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের পৌর ঈদগাহ গেট থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্ববধায়কের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
ডাঃ জামির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের সভাপতিত্বে “আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ ” শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএমএ’র সভাপতি ডাঃ এম এ বাশার, ডাঃ মেহেদী হাসান, নার্সিং সুপারভাইজার নাজমা খাতুন, ইসমত আরা, কুলসুম আরা, আসাদুল হক, তুষার বিশ্বাস প্রমুখ।
এর আগে সেখানে বেলুন উড়িয়ে এবং কেককেটে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। সব শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

উদ্দেশ্যে তা হুবুহু তুলে ধরে হলো:

মাননীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জেলা আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের সমর্থক অথবা কর্মী হওয়ার অধিকার অনেকেই রাখে তবে কোন সংগঠন এর ব্যানার ব্যবহারে জেলা আওয়ামী লীগের জানা থাকার কথা। সৈনিক লীগ নামে কোন সংগঠন কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগ বা জেলা আওয়ামীলীগের কোন সহযোগী সংগঠন কি না, হয়ে থাকলে এটা মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের কোন নেতার মদদে চলে, দয়া করে জানালে খুশী হবো।

জেলা প্রশাসক, মহোদয়,এখন তো হাজারো সৈনিকের দখলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ছবি ব্যবহারের একটা আইন আছে। আমি একটা পোস্টার পোস্ট করছি দয়া করে দেখুন এই পোস্টারটিতে জাতির পিতার ছবি ব্যবহার সঠিকভাবে হয়েছে কিনা।
এদিকে এই পোস্টকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে নানা মন্তব্য, পাঠকদের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে কিছু মন্তব্য প্রদান করা হলো ।

সুবাদ মিয়া লিখেছেন, এটা ঠিক না, আমরা যারা আওয়ামী লীগ করি আমাদের মানতে হবে বঙ্গবন্ধু মানেই কিন্তু আওয়ামী লীগ বুঝায়। তাই এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। উনি কে? হঠাত করে সৈনিক লীগ নিয়ে এলো। কোন দিন কোন জাতীয় প্রোগ্রামে দেখি নাই ইনাকে। আর আজ সৈনিক লীগ নিয়ে এলো। আসলে মেহেরপুর জেলায় একে প্রতিহত করতে হবে। এটা আমাদের দাবি।

অ্যাডভোকেট রাকিবুল ইসলাম লিখেছেন, ভুইফোড় সংগঠন এবং এ সকল ব্যক্তিকে দলে জায়গা আমরা সমর্থকরা দিই না,যারা দায়িত্বশীল তাদের দায়িত্ব দলীয় পরিচয় দিয়ে কারা সুবিধা নিচ্ছে সেসব দেখা এবং কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি,আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানো এরা আমাদের কেউ না।

নাহিদ মাহমুদ লিখেছেন, হেতে কি তাইলে পাওয়ারফুল নাকি, বিচার চাই বিচার চাই,এই মহিলা জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু ও জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার ছবিকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। এই মহিলার বিরুদ্ধে অবিলম্বে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানাচ্ছি। এই মহিলা এত বড় খারাপ অপকর্মটি করার দুঃসাহস দেখায় কি করে।

তাসনিম তামান্না লিখেছেন, এই মহিলা খুবই উচ্ছৃংখল, উনার বাসা রাবেয়া ক্লিনিকের পেছনে। এসব মহিলার ডাইরেক্ট এ্যাকশন নিতে হবে।

রাইহান উদ্দীন মন্টু লিখেছেন ডিম থেরাপি দেওয়া হোক, সকল হোতা

বের হয়ে আসবে।

রানা নাইম একাধিক পোষ্ট দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি পোস্ট তুলে ধরা হলো, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি জনাব হারুনুর রশিদ জানিয়েছেন তিনি রুপা নামে মেহেরপুরের কাউকে চেনেন না এবং এই নামে কোন প্রস্তাবিত কমিটি তার দপ্তরে জমা পড়েনি। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিকে এই নোংরামির বিষয়ে জানানো হয়েছে। অতি দ্রুত এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঠিক তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আমি একজন সাবেক ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে বলতে চাই আগামী ২৪ ঘণ্টার ভিতরে স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগর অধ্যুষিত মেহেরপুর জেলার যেসব স্থানে এই পোস্টার লাগানো হয়েছে তা যদি অপসারিত না হয় এবং এই মহিলা যদি জনসমক্ষে নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা না চায় তাহলে আমরা আওয়ামী প্রেমী জননেত্রী শেখ হাসিনার কর্মীরা কঠোর আন্দোলন ঘোষণা করবো। যার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে যেন ভবিষ্যতে কেউ এই ধরনের ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস না পাই।

ইতিপূর্বেও সে নিজেকে একবার বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের আহ্বায়ক দাবি করেছিল মেহেরপুর জেলা শাখার। গতকাল আবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করার সময় নিজেকে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার প্রস্তাবিত আহ্বায়ক ঘোষণা করেছে। কে তাকে প্রস্তাব করেছে আমরা জানতে চাই। এর আগে একটি স্কুলে গার্লস গাইডদের দিয়ে গার্ড অফ অনার নিয়েছে কোন ক্ষমতার বলে। তখন প্রতিবাদ করা হয়নি বলেই আজকে বঙ্গবন্ধু ও জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে এই ধরনের ধৃষ্টতার সাহস দেখিয়েছে। একে কোন ধরনের ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই যারা একে সমর্থন করবে আমি মনে করি তারা আর যাই হোক বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হতে পারে না।

জয় বাংলা,জয় বঙ্গবন্ধু,জয়তু জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

কে এই রুপা ?
রুপা মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের সবজীর আড়ৎ ব্যবসায়ী মিঠুর স্ত্রী। আজ থেকে ১৫/২০ বছর আগে রুপা গাংনী ডিগ্রী কলেজপাড়াতে তার স্বামীসহ দুটি ছোট কক্ষ নিয়ে ভাড়া নিয়ে থাকতেন। রুপার স্বামী মিঠু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির স্থানীয় নেতা। সে কাঁচা মালের আড়ৎ ব্যবসা করে কোনো মতে সংসার চালাতেন। রুপা তখন থেকেই উচ্ছৃংখল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। পরে বিএনপি ক্ষমতা

হারালে মেহেরপুর শহরে পালিয়ে আসেন স্বামীসহ। তারপর থেকে মেহেরপুর শহরের টপ লেবেলের রাজনীতিক, জনপ্রতিনিধিসহ প্রশাসনের এক ধরণের লোকজনের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন।

নিলুফার ইয়াছমীন রুপা এই শহরের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে স্বামী মিঠুর পরিচয় না থাকলেও রুপার সাথে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। তারপর থেকে আর রুপাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সম্পদের উপর সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন তিনি। মেহেরপুর শহরে আলীশান বাড়ি, তার দুই মেয়েকে বিশাল অংকের টাকা খরচ করে লেখাপড়া শেখানো, নিজে প্রাইভেটে চলাচল সব মিলিয়ে তার আলীশান জীবন যাপন। এর মধ্যে রুপার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে গাংনী এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী প্যাডির সাথে। প্যাডি এলাকায় বেশ কয়েকটি খুন করে রুপাকে নিয়ে ঢাকায় পালিয়ে থাকে। সে সময় প্যাডি তার নিকট আত্মীয় প্রথম আলো ও বণিক বার্তা পত্রিকার একজন কর্মকর্তাকে হত্যা করে। বেশ কয়েকদিন পর ওই সাংবাদিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সেসময় প্যাডি পালিয়ে যায়। পরে সাংবাদিক হত্যা মামলায় প্যাডির ফাঁসির আদেশ হয়। প্যাডি পালিয়ে গেলেও রুপা বহাল তবিয়তে মেহেরপুর ফিরে এসে ধর্নাঢ্য জীবন যাপন শুরু করে।

এলাকাবাসি জানান, রুপার গ্রামের বাড়ি গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামে। তার পরিবারের লোকজন সবাই জামায়াত এবং স্বামীর পরিবার বিএনপি হলেও রুপা হঠাৎ করেই তার গায়ে আওয়ামী লীগের তকমা লাগিয়ে নেন। রুপা মাঝে মধ্যে একজন উদ্যোক্তা, কখনো সাংবাদিক, কখনো শিক্ষিকা, কখনো ব্যবসায়ী আবার কখনো শিল্পী পরিচয় দিয়ে থাকেন।

এদিকে রুপার বিষয়ে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক বলেন, রুপা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের পরিচয়া দেয় কিনা আমার জানা নেই। জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাকে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের ব্যানারে কোনো কিছু করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৮

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানার গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে নিয়মিত ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (১১ মে) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১জন, সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ২ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ ও জিআর মামলায় ২ জন গ্রেফতার হয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছ্
◌ে

মেহেরপুরে বাস চাপায় পশু চিকিৎসক নিহত, বাস উদ্ধার

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের চাঁদপুর নামক স্থানে রয়েল পরিবহনের চাপায় শামিম আহমেদ (৩০) নামের এক গ্রাম্য পশু চিকিৎসক নিহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ মে) সকাল ৯ টায় মেহেরপুর সদর উপজেলার

চাঁদপুরে এই ঘটনা ঘটে। নিহত শামিম আহমেদ সদর উপজেলার সিংহাটি গ্রামের শাজাহান আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, শামিম আহমেদ পশু চিকিৎসার জন্য নিজ গ্রাম থেকে বের হয়ে চাঁদপুর এলাকায় পৌছালে মেহেরপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া ঢাকাগামী রয়েল পরিবহনের একটি বাস পিছন থেকে চাপা দেয়। এসময় শামিম ও তার পালসার মোটরসাইকেল বাসের নীচে পড়লে ঘাতক বাস চালক বেশ কয়েক গজ টেনে ছিচড়ে নিয়ে যায়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

মেহেরপুর ফায়ার সর্ভিস ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত ষ্টেশন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দূর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মোটরসাইকেল চালক শামিম আহমেদকে উদ্ধার করে মেহেরপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মোটরসাইকেল চালক রয়েল পরিবহনের চাপায় নিহত হয়েছে। হাসপাতাল থেকে শামিমের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ হেফাযতে নেওয়া হয়েছে। রয়েল পরিবহন আটক করা হলেও চালক পালিয়ে গেছে। পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।